প্রথম আলো

তারিখ ... 19 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৪ ...

শিক্ষক সমিতির দাবি

শিক্ষকদের কোচিং নিষিদ্ধ করলে কোচিং সেন্টারও বন্ধ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ জাতিকে মেধাশূন্য করার অপচেষ্টা—এমন মত দিয়ে এ বিষয়ে পরিপত্র জারি না করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশার-সালাম)।

গতকাল সোমবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকেরা এ দাবি জানান।

সংগঠনের সভাপতি আবুল বাশার লিখিত বক্তব্যে বলেন, 'সরকারের এ নীতিমালার পেছনে আমরা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।' এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এই নীতিমালায় শুধু শিক্ষকদের কোচিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো যেসব কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে, সেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং এগুলোর বৈধতা দেওয়া হয়েছে এই নীতিমালা দিয়ে।

শিক্ষকদের দাবি, কোচিং বন্ধ করতে হলে সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি না করে কোচিং বন্ধ না করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকেরা বলেন, তাঁরা কোনো শিক্ষার্থীকে কোচিংয়ে আসতে বাধ্য করেন না। মূলত কোচিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা দিতে পারছেন বলেও দাবি করেন তাঁরা।

শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে বাধ্য করা, কোচিংয়ে না গেলে নম্বর কমিয়ে দেওয়া—শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ওঠা এসব অভিযোগ নাকচ করে দেন তাঁরা। কোচিং বন্ধ হলে কেন জাতি মেধাশূন্য হয়ে পড়বে—এমন প্রশ্নেরও সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর দেননি তাঁরা।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত করা নীতিমালায় বলা হয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে বা কোচিং করাতে পারবেন না। তবে এক দিনে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে পড়াতে পারবেন।